জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – নভেম্বর ২০০৯/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* গাজা যুদ্ধের বিষয়ে জাতিসংঘ তদন্ত প্রতিবেদনের প্রতি সাধারণ পরিষদের সমর্থনদান
* যুদ্ধ পরবর্তী দেশ সমুহ টেকসই শান্তি প্রতিষ্টায় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘের উদ্যোগ
* পূর্ব জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ বন্ধে ইসরায়েলের প্রতি বানের আহ্বান
* স্টক এক্সচেঞ্জ স্থিতিশীল, টেকসই বিশ্ব অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে – বান

গাজা যুদ্ধের বিষয়ে জাতিসংঘ তদন্ত প্রতিবেদনের প্রতি সাধারণ পরিষদের সমর্থনদান

৫ই নভেম্বর– সাধারণ পরিষদ আজ জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদনের প্রতি সমর্থন জানায়। এতে বলা হয় যে এ বছরের শরুতে দিকে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধের সময় গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ইসরায়েলি বাহিনী ও ফিলিস্তিনী জঙ্গী উভয় পক্ষই দায়ী।

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দু'দিনের বিতর্কের পর ১১৪টি দেশ এ প্রতিবেদনের তথ্য ও পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রদত্ত সুপারিশমালাকে সমর্থন করে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ১৮টি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয় এবং ৪৪টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।

ভূপৃষ্ট যুগোস্–াভিয়া ও রুয়ান্ডার জন্য জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের একজন প্রাক্তন বিচারপতি এ তদন্ত পরিচালনা করেন। তদন্তে দেখা যায় ডিসেম্বর ২০০৮ ও জানুয়ারি ২০০৯ –এর যুদ্ধচলাকালীন সময়ে উভয়পক্ষয়ই গুরুত্বর যুদ্ধাপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটায় যা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের শামিল।

চারসদস্যবিশিষ্ট তদন্ত দল নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিবেদনটি পাঠানোসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায়, যেহেতু ইসরাইলি সরকার ও ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ কেউই এখন পর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য তদন্ত পরিচালনা করেনি।

প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর সাধারণ পরিষদের সভাপতি আলী ট্রেকি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এ ভোট অপরাধের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপুর্ণ ঘোষণা। এতে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান জানানো হয়েছে।

জনাব ট্রেকি সংশি–ষ্ট সব পক্ষকে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদেরকে নিবেদিত করার আহবান জানান। প্রস্তাবে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন উভয়পক্ষকেই স্বাধীন তদন্ত পরিচালনার আহবান জানানো হয়।

" ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তির পথে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব না। মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করতে হবে; তার ধর্ম, বর্ণ বা জাতীয়তা যাই হোক না কেন।"

জাতিসংঘের জেনেভা-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থার অনুরোধে এ বছরের গোড়ার এ তদন্ত মিশন গঠিত হয়।

যুদ্ধ পরবর্তী দেশ সমুহ টেকসই শান্তি প্রতিষ্টায় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘের উদ্যোগ

৪ঠা নভেম্বর– যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ আজ এক নতুন নীতি চালু করেছে। এ

ধরনের কর্মকাণ্ড ভবিষ্যত স্থিতিশীলতা, আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও টেকসই শান্তির জন্য আবশ্যক।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি (ইউএনডিপি) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) পরিচালিত যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড এবং পুনঅঙ্গীভূতকরণ বিষয়ক জাতিসংঘ নীতি প্রাথমিকভাবে পাঁচটি দেশে বাস্তবায়ন করা হবে। দেশগুলো হল: বুরুন্ডি, আইভরি কোস্ট, নেপাল, সিয়েরালিয়ন এবং তিমুর লিস্তে।

আইএলও-র কর্মসংস্থান বিভাগের নিবাহী পরিচালক জোসে-ম্যানুয়েল সালাজার-জিরিনাক্স বলেন একটি দেশে সংঘাতের অবসান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের নতুন দুয়ার খুলে দেয়।

তিনি আরো বলেন," চাকুরি ও আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে টিকে থাকতে ও ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।"

জনাব সালাজার-জিরিনাক্স বলেন, সংকট পরবর্তী সময়ে যে পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয় তা অকল্পনীয়। ২০০৭ সালে সারা পৃথিবীতে দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত(আইডিপি) হয়েছে এবং ৪৭ লক্ষ মানুষ শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে। ১০ লক্ষ প্রাক্তন যোদ্ধাকে পুনঅঙ্গীভূতকরণের জন্যও কর্মসূচি প্রয়োজন।।

ইরাকের সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি পাবার পর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার প্রাক্তনযোদ্ধা বেকার হয়ে পড়ে, অন্যদিকে আফগানিস্তানে যুদ্ধের কারণে কমপক্ষে ২০ লক্ষ মানুষ অভ্যন্তরীনভাবে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে যাদের পুনঅঙ্গীভূতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রয়োজন। নতুন নীতিতে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী বিশেষত বেকার ও অসম্পূর্ণভাবে কর্মে নিয়োজিত নারী ও তরুণ প্রজন্মের চাহিদার ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ইতিবাচক শক্তি ও দক্ষতা কাজে লাগবে এমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ অধিকাংশ সময়ই এ গোষ্ঠী নিজেদেরকে সহিংসতা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা এবং সামাজিক বঞ্চনার দুষ্টচক্রে জড়িয়ে ফেলে।

এই নীতিতে তিনটি ধাপ রয়েছে: স্থিতিশীলতা আনয়ন; প্রত্যাবর্তন ও পুনঅঙ্গীভূতকরণ; টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সম্মানজনক কাজ।

জাতিসংঘে ২০টি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান মিলে এটি প্রণয়ন করে। তাদেরকে নিয়েই যুদ্ধপরবর্তী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পুনর্অঙ্গীভূতকরণ বিষয়ক ওয়াকিং গ্রুপ গঠিত হয়। তিন বছরের পরামর্শ ও খসড়া তৈরির প্রক্রিয়া শেষে এটি প্রণীত হয়।

পুর্ব জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ বন্ধে ইসরায়েলের প্রতি বানের আহ্বান

৩ নভেম্বর-জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ ইসরায়েলের প্রতি তাঁর ভাষায় 'উস্কানিমুলক' পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। পুর্ব জেরুজালেমের আরও একটি ফিলিস্তিনি পরিবারকে তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার পর তিনি এ আহ্বান জানালেন। ইসরায়েল ওই এলাকা থেকে বহু ফিলিস্তিনি পরিবারকে উচ্ছেদের অংশ হিসেবে সর্বশেষ এ ঘটনা ঘটাল।

মহাসচিবের মুখপাত্রের জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, বান কি মুন অধিকৃত পুর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েলের একের পর এক কর্মকাণ্ডে হতাশা প্রকাশ করেছেন। কেননা ইসরায়েল সেখানে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর গুড়িয়ে দিচ্ছে, ফিলিস্তিনি পরিবারদের উচ্ছেদ করছে এবং ফিলিস্তিনের আশেপাশের এলাকায় বসতি স্থাপন করছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'এসব কর্মকাণ্ডে উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে, দুর্ভোগ বাড়ছে এবং সর্বোপরি আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে।'

বান কি মুন ইসরায়েলকে এ ধরনের উস্কানিমুলক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখার এবং রোডম্যাপ শান্তি পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। রোডম্যাপে পুর্ব জেরুজালেমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ সব ধরনের বসতি স্থাপন কার্যক্রম বন্ধ রাখা, সেনা ফাঁড়ি তুলে নেয়া এবং ফিলিস্তিনি প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় চালু করার কথা বলা ছিল।

ইসরায়েল পুর্ব জেরুজালেমে উচ্ছেদ ও ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় জাতিসংঘ মহাসচিব একে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ও দুটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রোডম্যাপবিরোধী কর্মকান্ড বলে মনে করেন। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ওই রোডম্যাপ তৈরি করা হয়।

গত সপ্তাহে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফোরামে তিনি বলেন, বাড়তি উত্তেজনা ছড়ানো ছাড়াও এ ধরনের কর্মকা চূড়ান্ত অবস্থানের বিষয়টির পুর্বনিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে এবং প্রায়ই মানবিক বিপর্যয় নেমে আসছে।

স্টক এক্সচেঞ্জ স্থিতিশীল, টেকসই বিশ্ব অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে - বান

২ নভেম্বর–মহাসচিব বান কি-মুন আজ স্টক এক্সচেঞ্জ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের ব্যবসায় আরও উন্নত ব্যবস্থাপনার এবং পরিবেশগত, সামাজিক ও সুশাসনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বিশ্বের ৬০ জনের বেশি শীর্ষ নির্বাহীদের এক বৈঠকে ভিডিও বার্তায় বান কি মুন বলেন, স্থিতিশীল, সামুদয়িক ও টেকসই বিশ্ব অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় তথাকথিত 'ইএসজি'র অন্তভুক্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

তিনি বলেন, 'স্টক এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে এক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। স্টক এক্সচেঞ্জ কিভাবে টেকসই ব্যবসার চর্চা ও দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে তার উপায় ঠিক করতে ওই নির্বাহীরা বৈঠকে বসেন।

তিনি নতুন শেয়ার সুচকে ইএসজি বিষয়গুলোর সমন্বয় এবং আইনি কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপকে স্বাগত জানান। এ বৈঠক আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণকে উৎসাহিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মহাসচিব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘ ও ব্যবসায়ী আর্থিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 'অভুতপুর্ব' অংশীদারিত্ব তৈরি হয়েছে তার কথা তুলে ধরেন।

সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘ বৈশ্বিক চুক্তি। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেকসই ও দায়িত্বশীল করপোরেট উদ্যোগ। ১৩০টি দেশের পাঁচ হাজারের বেশি কোম্পানি বর্তমানে এ চুক্তির আওতাভুক্ত।

অন্যটি হচ্ছে জাতিসংঘ সমর্থিত দায়িত্বশীল বিনিয়োগের রীতিনীতি। মুল ধারার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মালিকানা চর্চায় ইএসজি বিষয়গুলো সমন্বয় করার ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে একটি যৌথ স্বেচ্ছামুলক উদ্যোগ। এর সঙ্গে বর্তমানে ছয়'শর বেশি প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী জড়িত যাদের সম্পদের পরিমাণ ১৮ ট্রিলিয়নেরও বেশি।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসুচি (ইউএনইপি) ও দুই ট্রিলিয়ন সম্পদের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থাপকদের শক্তিশালী একটি সংগঠন গত জুলাইতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে তারা বলেন, বিনিয়োগ পরামর্শক ও অন্যরা তাদের কার্যক্রমে যদি ইএসজি বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত না করেন তাহলে 'তারা অবহেলা করার কারণে এক চরম ঝুঁকির মুখোমুখি হবেন।'

প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়, কার্বন গ্যাস নির্গমন কমানো ও সম্পদ অনুযায়ী দক্ষ সবুজ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় অবসর তহবিল, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, সার্বভৌম সম্পদ তহবিল ও সমঝোতা তহবিলসহ বিশ্বের বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বৈশ্বিক চুক্তি, জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (আঙ্কটাড) এবং জাতিসংঘ সমর্থিত দায়িত্বশীল বিনিয়োগ রীতিনীতি যৌথভাবে আজকের এ বৈঠকের আয়োজন করে।

** ** **